

## আন্তর্জাতিক

# হুথিদের কাছ থেকে সানা উদ্ধারে ইয়েমেনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

প্রতিবেদক: আন্তর্জাতিক ডেস্ক

প্রকাশের তারিখ: মঙ্গলবার, ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৭:৫৪ PM



টানা কয়েক দিন সংঘাতের পর হুথি বিদ্রোহীদের দখল থেকে রাজধানী সানা পুনরুদ্ধারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইয়েমেনের প্রেসিডেন্সিয়াল কাউন্সিল সরকার।

গতকাল সোমবার ইয়েমেনের প্রেসিডেন্সিয়াল কাউন্সিল সরকারের উপপ্রতিরক্ষামন্ত্রী মেজর জেনারেল সামির আল-সাবরি এ ঘোষণা দেন।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব টেলিভিশন চ্যানেল ইয়েমেন টিভিতে দেওয়া ভাষণে সামির আল-সাবরি বলেন, "সানা পুনরুদ্ধার করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সামনে অনেক চমক আছে; এখনই আমরা সেসব প্রকাশ করছি না।"

একই দিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে একই তথ্য জানান ইয়েমেনের সামরিক বাহিনীর মুখপাত্র মাজিদ আল নুজাইলি।

তিনি বলেন, "আজ আমরা ঘোষণা করছি যে, আমাদের লক্ষ্য সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন—সন্ত্রাসী হুথি বিদ্রোহীদের কবল থেকে ইয়েমেনকে মুক্ত করা এবং সানাকে সকল ইয়েমেনবাসীর রাজধানী হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।"

সরকারের এই লক্ষ্য পূরণে দেশের সব শ্রেণির নাগরিককে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান নুজাইলি। তিনি বলেন, সব ইয়েমেনবাসীই ভবিষ্যতের অংশীদার। প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসার কোনো স্থান নেই। একই জাতির নাগরিকদের মধ্যেও কোনো বৈষম্য করা হবে না।

সানা হুথিদের দখলে

২০১৪ সালে ইয়েমেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এর এক বছরের মধ্যে, ২০১৫ সালে, ইরানের মদতপুষ্ট সশস্ত্র রাজনৈতিক গোষ্ঠী হুথি রাজধানী সানা দখল করে।

রাজধানী দখলের পর ইয়েমেনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মনসুর আবদ-আল হাদি সৌদি আরবে পালিয়ে যান। তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে ওই বছর থেকেই ইয়েমেনে সামরিক অভিযান শুরু করে ইয়েমেন ও সৌদি আরবের সেনাবাহিনী।

বর্তমানে ইয়েমেনের মোট ভূখণ্ডের প্রায় অর্ধেক হুথিদের নিয়ন্ত্রণে। বাকি অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে সৌদি-সমর্থিত প্রেসিডেন্সিয়াল কাউন্সিল সরকার। ইয়েমেনের সেনাবাহিনী এই কাউন্সিলের অনুগত। কয়েক বছর আগে প্রেসিডেন্সিয়াল কাউন্সিল সরকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও পেয়েছে।

প্রায় আট বছর যুদ্ধের পর ২০২২ সাল থেকে হুথি ও প্রেসিডেন্সিয়াল কাউন্সিল সরকারের মধ্যে একধরনের অঘোষিত যুদ্ধবিরতি চলছে।

গাজা যুদ্ধের পর সংঘাতে হুথি

২০২৩ সালের শেষ দিকে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আঞ্চলিক সংঘাতে আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে হুথিরা। ইসরায়েল ও লোহিত সাগরে চলাচলকারী বাণিজ্যিক জাহাজ লক্ষ্য করে তারা হামলা শুরু করে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান যুদ্ধের কারণে ইরানের ইসলামি প্রজাতন্ত্রী সরকার আগের মতো হুথিদের সহায়তা দিতে পারছে না।

এই পরিস্থিতিতে কাজে লাগিয়ে হুথিদের নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলো পুনর্দখলে গত জুলাই থেকে নতুন উদ্যমে অভিযান শুরু করেছে ইয়েমেনি সেনাবাহিনী।

সূত্র: আনাদোলু এজেন্সি

এ বিভাগের আরও খবর



হুথিদের বিরুদ্ধে বড় হামলার প্রস্তুতি সৌদি আরবের  
ইরান-সমর্থিত ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের সামরিক অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে সৌদি আরব। এ হামলার  
পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে র...



গাজায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত পাঁচ ফিলিস্তিনি  
গাজার একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে ইসরায়েলি বিমান হামলায় পাঁচ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। শনিবার ভোরে গাজা সিটিতে এ হামলা  
হয়। স্থানীয় বাস্বা ও বে...



সৌদি আকাশে হুথিদের চার ড্রোন, দুই ক্ষেপণাস্রস্ত্র ভূপাতিত  
সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চল লক্ষ্য করে ইয়েমেনের হুথিদের ছোড়া চারটি ড্রোন ও দুটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্রস্ত্র প্রতিহত ও ধ্বংসের দাবি  
করেছে সৌদি নেতৃত্ব...



ভ্রমণে গিয়ে মহারাষ্ট্রে সমুদ্রে ডুবে প্রাণ হেল ৮ শিক্ষার্থীর  
ভারতের মহারাষ্ট্রে সমুদ্রে ডুবে আট শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাজ্যটির রায়গড় জেলার দিভেগার সমুদ্রসৈকতে এ ঘটনা  
ঘটে। পরে তাদের মরসে...

